246

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 27. 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৭ ...

সূর্যসেন হলে সন্ত্রাস

গত শনিবার বিকালে একদল সন্ত্রাসী ক্যাডারের সশস্ত্র হামলায় সূর্যসেন হলে সেলিম হোসেন মুন্সি নামের এক মেধাবী ও গবেষক ছাত্র অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দেহে ধারালো অস্ত্রের ২২টি মারাত্মক আঘাত নিয়ে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন হাসপাতালে। জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ ঘটনার যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায়, সন্ত্রাসীরা সেলিমের ওপর এই নৃশংস হামলাটি চালায় তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় এবং হামলাটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। সন্ত্রাসী গ্রুপটির নেতৃত্ব দানকারী নাকি সূর্যসেন হলের ছাত্র না হয়েও জোর করে সেই হলে থাকত এবং চুরি, ফাউ খাওয়া, নিরীহ ছাত্রদের মারধর, হলের কক্ষ জবরদখল ইত্যাদি অপরাধকর্ম করত। সেলিম উত্ত্যক্ত আবাসিক ছাত্রদের সাথে নিয়ে সন্ত্রাসীকে মারধর করে হল থেকে গত শুক্রবার বের করে দেয়। তারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরদিন হামলা হয় সেলিমের ওপর।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, এই কাপুরুষোচিত হামলাকারীদের পরিচয় কি? প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় তারা ছাত্রলীগের রতন-তমি গ্রুপের লোক। আক্রান্ত ও আহত ছাত্র সেলিম জনকণ্ঠের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজনৈতিক সম্পর্কবর্জিত। কিন্তু অপর একটি প্রধান দৈনিকের রিপোর্ট বলছে, সেলিমও একজন ছাত্রলীগ নেতা। ওদিকে ওই নৃশংস সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সাত জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে তারা ছাত্রলীগের কেউ নয়- এ দাবি করেছেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। অজয় করের বক্তব্য সত্য হলে প্রশ্ন করতে হয়, ওরা তাহলে আসলে কারা? রতন-তমি গ্রুপই বা কি এবং কোন্ সংগঠনের পরিচয় বহনকারী? ওরা কোন্ রাজনীতির সাথে যুক্ত? ছাত্রলীগে এ ধরনের অস্ত্রনির্ভর গ্রুপ বা ক্যাডার থাকে কেমন করে? সকল অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীর সাথে ছাত্রলীগ সম্পর্কচ্ছেদ করে না কেন? এসব সন্ত্রাসী ক্যাডার কি প্রকৃতই ছাত্রলীগের নীতি-আদর্শের ধার ধারে? এদের অনেকেই কি 'সরকারী পার্টির'- অর্থাৎ যখন যারা ক্ষমতায় তখন তাদের লোক নয়?

ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দেশব্যাপী সন্ত্রাস সম্পর্কে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ, দেশ ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল ধরে সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে আসছেন। রাজনীতিকে, বিশেষভাবে ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীনির্ভরতার মরণফাঁদ থেকে বের করে আনার সপক্ষে অনেক আবেদন-নিবেদন পেশ ও অনুরোধ-সুপারিশ করা হয়েছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বারে বারে সোচ্চার হচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীনির্ভরতার বিরুদ্ধে, বারে বারে আহ্বান জানিয়েছেন সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়ার জন্য। কিন্তু এসবে কোন ফলই হয়নি। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দান, লালন-পালন ও তাদের ওপর নির্ভরতা বর্জন বা বন্ধ করা তো দূরের কথা, কমাতেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতের নেতৃত্ব।

যেসব দলের নেতৃত্ব প্রকাশ্যে বড়াই করে বলতে পারেন- তাঁদের ছাত্রবন্ধুরা একাই প্রতিপক্ষের সব দলকে শায়েস্তা করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলে লাভ নেই। তাঁদের 'ছাত্রবন্ধুরা' সন্ত্রাস করবে, ভাংচুর করবে, নিজেদের মধ্যে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের সাথে বন্দুকযুদ্ধ করবে, প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দেবে- এসব ধরেই নিতে হয়। কিন্তু সরকারী দলের প্রধান, যিনি সুযোগ পেলেই ছাত্রদেরকে অধ্যয়নে ব্রতী হবার কথা বলেন, বলেন- সন্ত্রাসীদের একমাত্র পরিচয় হলো তারা সন্ত্রাসী এবং তাদের কোন দল নেই, বলেন- সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার রেহাই নেই, তাঁরই দলের অঙ্গ-সংগঠনে কেন সন্ত্রাসী, তা বুঝতে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় যখন সংবাদপত্রে প্রায় দেখা যায় ছাত্রলীগ বন্দুকযুদ্ধ করছে ছাত্রলীগের সঙ্গে, ছাত্রলীগের 'ক্যাডার' নামে চিহ্নিত ব্যক্তিরা নানা ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা বা অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে, ছাত্রলীগের নাম-পরিচয় বহনকারীর হাতে আক্রান্ত হচ্ছে ছাত্রলীগেরই লোক। এসব অব্যাহত থাকলে প্রধানমন্ত্রীর কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কেমন করে ধরে রাখা যায়?

আলোচ্য ঘটনাটির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন। এজন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু সাময়িক বহিষ্কার কি গুরুপাপে লঘু দণ্ড হয়ে গেল না? একেকটি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটবে আর কর্তৃপক্ষ তার ভিত্তিতে একেকটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে- এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনকে এবং ছাত্র রাজনীতি তথা গোটা রাজনীতিকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন বড় ধরনের 'সার্জিক্যাল অপারেশন'। সেটা করার জন্য প্রয়োজন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমঝোতা ও ঐকমত্য। দুঃখের বিষয়, সেটা এখনও মরীচিকা হয়েই আছে।